দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 30 APR 2018
পৃষ্ঠা ৭৫ কলাম 2

সাতক্ষীরায় মাদ্রাসা অধ্যক্ষের অনিয়ম তদন্ত দাবি

স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা ॥ কালিগঞ্জের দারুল উলুম চৌমুহনী ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জামায়াতের রোকন আব্দুল কাদের হেলালীর বিরুদ্ধে হত্যা, নাশকতাসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বেলা ১১ টায় সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি নুরুল হক। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে হত্যা, নাশকতাসহ কমপক্ষে এক ডজন মামলা রয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের আব্দুল কাদের হেলালী ১৯৭৪ সালে সদর উপজেলার আগরদাঁড়ি মাদ্রাসা থেকে সাড়ে ৯ বছরে দাখিল পাস করেন। বিধিমোতাবেক ১০ বছরের অভিজ্ঞতা না হওয়ার পরও অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ১৯৯০ সালে দারুল উলুম চৌমুহনী ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন জামায়াতের রোকনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি মাদ্রাসার নামীয় চার শতক জমি জামায়াতের অফিস বানানোর জন্য ছেড়ে দেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা বিরুদ্ধে ২০১২ সালে ফতেপুরের বহুল আলোচিত শিক্ষক মিতা রানী বালা, লক্ষীপদ মন্ডলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিষদ ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মামলা (জিআর- ৮৭/১২ কালি) বিচারাধীন রয়েছে। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে কালিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী ও বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম আলী হত্যা, পুলিশের ওপর হামলাসহ ২০১৩ সাল থেকে চলতি সময় পর্যন্ত কমপক্ষে একডজন নাশকতার মামলা বিচারাধীন। মাদ্রাসার ইবতেদায়ী প্রধান এসকে বাহারুল ইসলাম হত্যা ও নাশকতার মামলার আসামি হয়ে পুলিশের খাতায় পলাতক রয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ নষ্ট, আত্মসাত, সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, দায়িত্বে অবহেলোকারী অধ্যক্ষ আব্দুল কাদের হেলালীর বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শেখ আনছার আলী, সদস্য আবু তালেব সরদার, ডাঃ প্রতিনিধি আসমত